

70282 - যারা হাজী নন তাদের জন্য আরাফার দিনি দুআ করার ককি কোন ফযলিত আছ?

প্রশ্ন

যারা হাজী নন আরাফার দিনি তাদের দোয়াও ককি কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: নশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আরাফার দিনি চয়ে উত্তম এমন কোন দিনি নই যই দিনি আল্লাহ সবচয়ে বশো বান্দাকে জাহান্নামরে আগুন থেকে মুক্তি দিনে; নশ্চয় তিনি নিকটবর্তী হন; অতঃপর আরাফাবাসীকে নিয়ে ফরেশে তাদের কাছে গটৌব করে বলনে: এরা ককি চায়?”[সহহি মুসলমি (১৩৪৮)]

আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) থেকে বর্ণতি য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দিনি দোয়া। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম য দোয়াটি পাঠ করছে সিটো হচ্ছ- لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই; তাঁর কোন শরীক নই। রাজত্ব তাঁর জন্য, প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সর্ববশিষ্যে ক্ষমতাবান)।[সুনানে তরিমযি (৩৫৮৫), আলবানী ‘সহহিত তারগীব’ গ্রন্থে (১৫৩৬) হাদসিটকি সহহি বলছেন]

মুরসাল সনদে তালহা বনি উবাইদ বনি কুরাইয থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: “সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফা দিনি দোয়া”।[মুয়াত্তা মালকে (৫০০), আলবানী তাঁর ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আরাফার দিনি দোয়া করার ফযলিত ক শিখু আরাফাবাসীর জন্য খাস; নাকি অন্যসব স্থানরে মানুষকেও অন্তর্ভুক্ত করবে— এ ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে আছ। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, এ ফযলিত আম বা সাধারণ এবং ফযলিতটি হচ্ছ কালকন্দেরকি। তবে, নঃসন্দহে য ব্যক্তি আরাফার ময়দানে হাজরি রয়ছেন তিনি স্থানরে ফযলিত ও কালরে ফযলিত উভয়টি পাচ্ছনে।

আল-বার্ঘি (রহঃ) বলনে:

তাঁর কথা: “সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দিনি দোয়া”। অর্থাৎ সবচয়ে বরকতময়, অধিক সওয়াব ও কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত যকিরি। এর দ্বারা শিখু হজ্জপালনকারী উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়ছে; কেননা আরাফার দিনি দোয়া করা



হজ্জপালনকারীর ব্যাপারে শুদ্ধ হয় এবং বিশেষভাবে হাজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সাধারণভাবে এই দনিকে আরাফার দনি বলা হলেও সটো হাজীদরে আমলরে কারণই। আল্লাহই ভাল জাননে।[সমাপ্ত, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (১/৩৫৮)]

কোন কোন সলফে সালহীন থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁরা ‘تعريف’ (তা’রীফ) করাকে জায়যে মনে করতেন। تعريف (তা’রীফ) হচ্ছে- আরাফার দনি দোয়া ও যকিরি করার জন্য মসজিদে একত্রতি হওয়া। যারা এটি করতেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইমাম আহমাদ তা’রীফ করাকে জায়যে বলছেন। যদিও তিনি নিজেকে করতেন না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

কাযী বলেন: “আরাফার দনি সন্ধ্যায় শহরবন্দরে (অর্থাৎ আরাফা ছাড়া অন্যত্র) تعريف (তা’রীফ) পালন করতে কোন বাধা নাই। আল-আসরাম বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে অর্থাৎ ইমাম আহমাদকে আরাফার দনি বিভিন্ন শহরে মসজিদে একত্রতি হয়ে تعريف (তা’রীফ) পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করছি। তিনি বলেন: “আমি আশা করছি এতে কোন অসুবিধা নাই; একাধিক সলফে সালহীন এটি করতেন।” আল-আসরাম হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: সর্বপ্রথম বসরা শরে যিনি تعريف পালন করছেন: ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইমাম আহমাদ বলেন: “সর্বপ্রথম যিনি এটি করছেন তিনি হচ্ছেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আমর বনি হুরাইছ (রাঃ)”।

তিনি আরও বলেন: হাসান, বকর, সাবতে ও মুহাম্মদ বনি ওয়াসে’ তাঁরা আরাফার দনি মসজিদে হাজরি হতেন। ইমাম আহমাদ বলেন: এতে কোন অসুবিধা নাই। এটা তো দোয়া ও যকিরি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁকে বলা হল: আপনি কি এটা করেন? তিনি বলেন: না; আমি করি না। ইয়াইয়া বনি মায়ী’ন থেকে বর্ণতি আছে যে, আরাফার দনি সন্ধ্যায় সবার সাথে তিনিও হাজরি থাকতেন।[সমাপ্ত]

[আল-মুগনী (২১২৯)]

এ আলোচনা প্রমাণ করে যে, তারা মনে করতেন যে, আরাফার দনির ফযলিত শুধু হাজীদরে জন্য খাস নয়। যদিও আরাফার দনি দোয়া ও যকিরি পালন করার জন্য মসজিদে একত্রতি হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন কিছু বর্ণতি হয়নি। এ কারণে ইমাম আহমাদ এটি করতেন না। তবে, তিনি এ ব্যাপারে রুখসত বা ছাড় দতিনে; নষিধে করতেন না। যহেতে ইবনে আব্বাস, আমর বনি হুরাইছ প্রমুখ সাহাবী এটি করতেন।

আল্লাহই ভাল জাননে।